দৈনিক ইনকিলাব

106

তারিখ MAR. 6 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ধর্ম সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের জগাখিচুড়ি ধারণা দেয়া হচ্ছে

দেশের সকল স্কুলে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক আছে নেই শুধু আগাখান স্কুলে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রাজধানী ঢাকায় এখন ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলের ছড়াছড়ি। এর মধ্যে যে কয়েকটি স্কুল শীর্ষ তালিকায় স্থান পেয়েছে সেগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের উপচেপড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। আর এসব ছাত্রছাত্রীর সকলেই সচ্ছল ঘরের সন্তান। স্কুলগুলোতে কি ধরনের লেখাপড়া শেখানো হয় এবং কি শেখানো হয়, তা নিয়ে অনেক অভিভাবকই তলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাদের সন্তান-সন্ততিগণ 'ও' লেভেল, 'এ' লেভেল পরীক্ষায় পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে এটাই তাদের কাছে বড় পাওয়া। তবে সচেতন অভিভাবকগণ এ নিয়ে এ ধরনের কোন কোন স্কুলের কারিকুলাম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ঢাকার উত্তরার ৪ নং সেক্টরে ৬ ও ১১ সড়কে অবস্থিত আগাখান স্কুলটি একটি মানসম্পন্ন স্কুল হিসেবে ইতিমধ্যে নামযশ করেছে। ঢাকার সচ্ছল অভিভাবকগণ তাদের সন্তান-সন্ততিদের ভর্তি করানোর জন্য ভিড় জমান সেখানে। আগাখান স্কুলের শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রছাত্রীই মুসলমান। অবশিষ্টরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের জন্য কোন ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যবই নেই। ঢাকার অন্যান্য মাধ্যমের স্কুল যেমন মেপল লিফ, স্কলাসটিকা প্রভৃতি স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ইসলাম শিক্ষা ও আরবী পড়ানোর ব্যবস্থা এবং 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেলে ধর্মশিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রয়েছে আগাখান স্কুলে তেমন কোন ব্যবস্থা

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

দেশের সকল স্কুলে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক আছে– নেই শুধু আগাখান স্কুলে

শেষের পাতার পর

নেই। অনেক অভিভাবকই মনে করেন, আগাখান স্কুলটি একটি মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সে হিসেবে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকার কথা। কিন্তু প্রকৃত চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগাখান স্কুলের পাঠ্যতালিকা যাচাই করে দেখা গেছে, তাদের পাঠ্যতালিকায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বিষয়ক কোন বইই নেই। সচেতন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, আগাখান স্কুলের পাঠ্যতালিকায় ধর্ম শিক্ষা বিষয়ক কোন পাঠ্যবই না থাকলেও ক্লাসে ধর্মীয় বিষয়ে যে আলোচনার ব্যবস্থা আছে তা আপত্তিকর। এ ধরনের ক্লাসে নব্বই ভাগ মুসলমান ছাত্রের জন্য ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যেনতেন প্রকারে কিছু আলোচনা হলেও অন্যান্য ধর্ম নিয়েই আলোচনা হয় বেশীর ভাগ। একজন অভিভাবক বলেছেন, আগাখান স্কুলে পাঠ্যবইবিহীন ধর্মীয় ক্লাসে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয় যেন, মুঘল সম্রাট আকবর উপমহাদেশের সব ধর্মের সমন্বয় করে 'দ্বীনি এলাহী' নামে যে জগাখিচুড়ি তৈরীর ব্যর্থ উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আগাখান স্কুল সম্রাট আকবরের সেই 'দ্বীনি এলাহী' ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব পালন করছে। সরকারের শিক্ষা বোর্ডগুলোর অধীনে যেসব খ্রীস্টান মিশনারী স্কুল রয়েছে সেগুলোতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিষয় বাধ্যতামূলক তো বটেই। এমন কি যেগুলো বোর্ডের অধীনস্থ নয়, সেগুলোতেও পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ইসলামিয়াত রয়েছে। আগাখান স্কুলটি নামে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ইসলামিক বিষয় পড়ানো হয় না।

আগাখান স্কুলের একজন শিক্ষিকা এ সংবাদদাতাকে আলাপ প্রসঙ্গে জানান যে, ক্লাসে তারা ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। স্কুলে যেহেতু ৯০ ভাগ ছাত্রছাত্রীই মুসলমান সেহেতু, তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেই গুরুত্ব দেন বেশী যদিও নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যবই নেই। ঐ শিক্ষিকা আরো জানান যে, সব ধর্মের মূল কথাই এক। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ধর্মের যেসব ছাত্রছাত্রী আছে তাদের জন্য তাদের ধর্ম নিয়েও আলোচনা হয়। তবে আমরা লক্ষ্য রাখি যে, ধর্ম নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাতে কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয় এবং ক্লাসে ও সার্বিকভাবে স্কুলের সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাতে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিদ্বেষভাব না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সকল ধর্মের ভাল ভাল দিকগুলো আলোচনা করা হয়।'

অভিভাবক মহলে অভিযোগ করা হয়েছে– আনুষ্ঠানিকতা ও বইপত্র ছাড়া ক্লাসে এ ধরনের মৌখিক আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হচ্ছে– যা ভবিষ্যতে তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন করে তুলতে পারে। মনোযোগের তারতম্যের কারণে হয়তো একজন মুসলিম ছাত্র বা ছাত্রী ইসলাম ধর্ম বিষয়ে আলোচনার সময় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হলো, কিন্তু হিন্দু ধর্মের দেব-দেবী, পূজা পার্বন সম্পর্কিত আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। ঐ আলোচনা কচি মনের ওপর একটি প্রভাব ফেলতে পারে। একইভাবে এ ধরনের ঘটনা হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের বেলায়ও ঘটতে পারে। স্কুলে ক্লাস শেষে ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ বাসা বাড়ীতে ফিরে আসে, যেখানে কোন না কোনভাবে ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান থাকে। এমন অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের মনের ওপর অজান্তেই নিজ ধর্ম সম্পর্কে বিপরীত প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু শিশু ও কিশোরদের ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান সব ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কোন ধর্মই শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাতে কেবল বিভ্রান্তিই বাড়ানো হয়। এ ধরনের চিন্তাভাবনাও অবান্তর, তাতে কোন কাজও হয় না। মুঘল সম্রাট আকবর চেয়েছিলেন সকল ধর্মের ভাল ভাল কথা নিয়ে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সবার জন্য একটি অভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে। সে উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন। তার সে উদ্যোগ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল।

উন্নত দেশগুলোতেও এখন ধর্ম পাঠ্য বিষয়। খ্রীস্টান প্রধান দেশগুলোতে তাদের ধর্ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। যে দেশে যে ধর্ম প্রধান, সে দেশে সে ধর্ম বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক থাকে। বাংলাদেশেও ইসলাম ধর্ম বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। রাজধানীসহ দেশের সকল স্কুলেই ইসলামিয়াত আছে, নেই শুধু আগাখান স্কুলে।